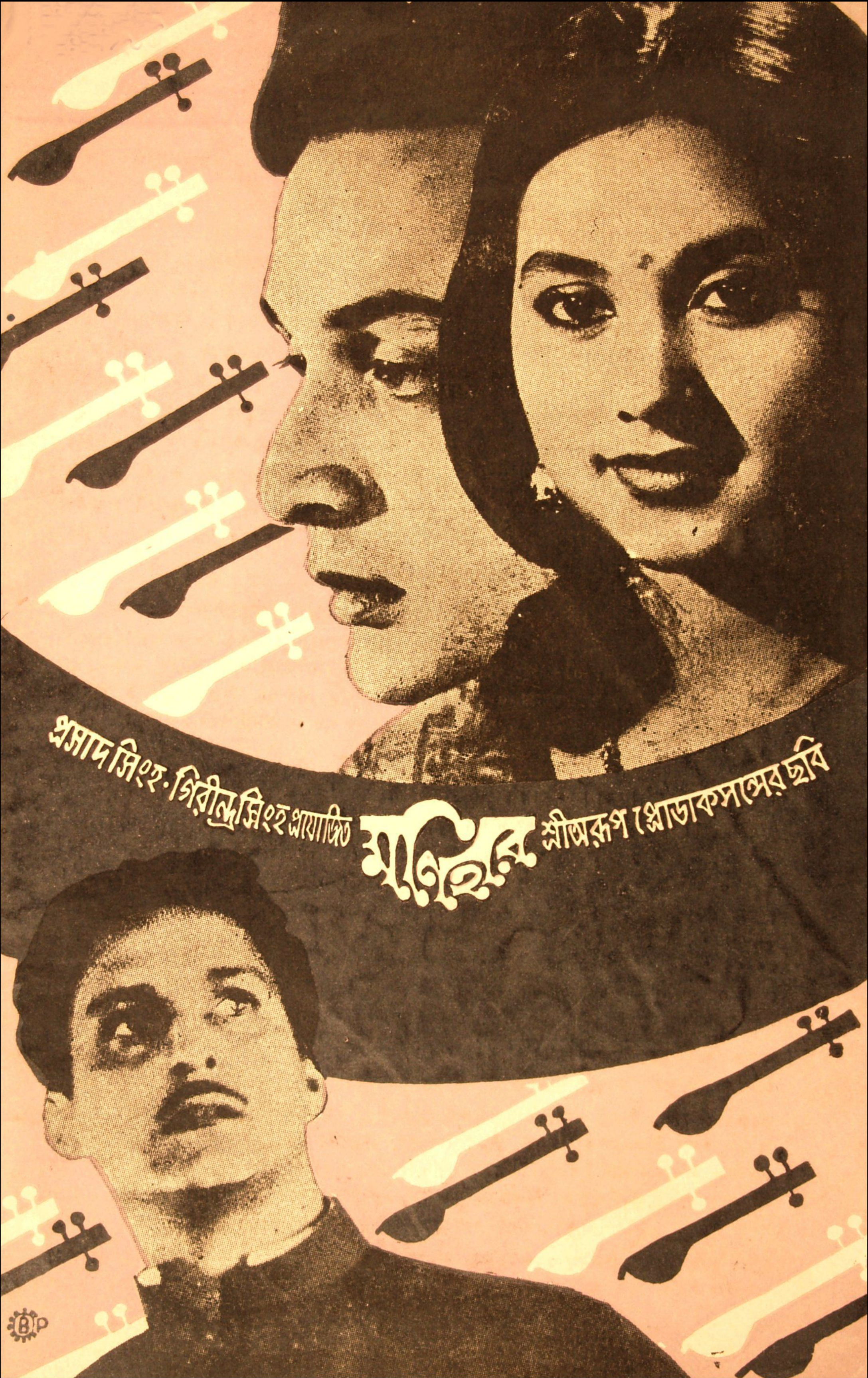

প্রসাদ সিংহ · গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত

মণিহার

শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের ছবি

প্রসাদ সিংহ ও গিরীন্দ্র সিংহের প্রযোজনায় শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের

মণিহার

কাহিনী • সংলাপ • চিত্রনাট্য
ও পরিচালনা : সলিল সেন

সুর সংযোজনা :
হেমন্তকুমার মুখার্জী

কাহিনী-সূত্র : প্রসাদ সিংহ ॥ চলচ্চিত্রায়ণ : বিমল মুখোপাধ্যায় ॥ শব্দানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায়, বাণী দত্ত, দেবেশ ঘোষ ○ সংগীতানুলেখন : মিঃ কৌশিক (মেহেবুব ষ্টুডিও, বম্বে) রবীন চট্টোপাধ্যায় (ফিল্ম সেণ্টার, বম্বে) মিঃ বি, এন, শর্মা (বম্বে ল্যাবরেটারীজ। শ্যামসুন্দর ঘোষ (ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাব) শব্দ-পুনর্লিখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ ○ সম্পাদনা : সুবোধ রায় ○ শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু গীতরচনা : মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাইফি আজমী ○ নেপথ্য সংগীত : লতা মঙ্গেশকর, সুমন কল্যাণপুর, হেমেন্ত মুখার্জী ও পঙ্কজ মল্লিক ○ নৃত্যপরিকল্পনা : মিঃ কেনেট ○ দৃশ্যপট : আর, সিন্ধে ○ রূপসজ্জা : মদন পাঠক ○ সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস, দাশরথি দাস ○ প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য্য ○ ব্যবস্থাপনা : বাসুদেব ব্যানার্জী ○ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ○ ষ্টুডিও তত্ত্বাবধনা : ভোলা ভট্টাচার্য্য পরিচয়-লিখন : নিতাই বসু ○ পরিচালনায় প্রধান সহকারী ○ অমল সরকার
প্রচার : ফণীন্দ্র পাল ।

॥ সহকারীগণ ॥ পরিচালনায় : বিমল চক্রবর্ত্তী, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য ○ সুরসংযোজনায় : সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায় ○ চলচ্চিত্রায়ণে প্রধান সহকারী : দীপক দাস ○ অন্যান্য সহকারী : অমূল্য দত্ত, বীরেন মুখার্জী ○ শব্দানুলেখনে : রথীন ঘোষ, ঋষি ব্যানার্জী, পাঁচু, বীরেন, অনিল [বাবু] শব্দপুনর্লিখনে : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ○ সম্পাদনায় : নিমাই রায় ○ শিল্প-নির্দেশে : রবি দত্ত রূপসজ্জায় : গোপাল হালদার ○ ব্যবস্থাপনায় : বিজয় দাস ○ প্রচার-অঙ্কন : পূর্ণজ্যোতি ।

ঃ রূপায়ণে ঃ

বিশ্বজিৎ • সন্ধ্যা রায় ○ বিকাশ রায় ○ কমল মিত্র ○ পাহাড়ী সান্যাল ○ ছায়া দেবী • রবি ঘোষ ○ পদ্মা দেবী ○ ভারতী রায় ○ গঙ্গাপদ বসু ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
রূপক মজুমদার ○ জহর রায় ○ অজিত চ্যাটার্জি ○ বঙ্কিম ঘোষ ○ জয়নারায়ণ ○ মণি শ্রীমানী ○ খগেন পাঠক ○ অনিন্দ্য ঘোষ ○ অশোক মুখোপাধ্যায় ○ বুবু গাঙ্গুলী ○ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ○ নিমু ভৌমিক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ○ সুনীল দাস ○ অনু দত্ত ○ সূর্য্য চ্যাটার্জি ○ সতু মজুমদার ○ সুনীত মুখোপাধ্যায় গণেশ সরকার ○ সুপ্রিয় রায় ○ ভোলা কয়াল ○ রঞ্জিত বসু ○ মুকুল ভট্টাচার্য্য ○ বিনয় দত্ত ○ বিষ্ণুপদ মহাপাত্র ○ শম্ভু ভট্টাচার্য্য ○ রঘু ○ তরুণ পণ্ডিত ○ মিহির ধরচৌধুরী ○ ডাঃ রঞ্জিত সান্যাল ○ আশা দেবী ○ কল্পনা ব্যানার্জী ○ রমা দাস ○ প্রতিমা চক্রবর্তী ○ রমা চক্রবর্তী ○ কেয়া রায়
দীপা চক্রবর্তী ○ সুপর্ণা সেন ○ সুপ্রিয়া দত্ত ○ শ্যামলী সেন ।

আলোক নিয়ন্ত্রণে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, ডালু সিং, শৈলেন দত্ত, কালীচরণ, হরিপদ হাইত, হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, দুখীরাম অধিকারী, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, সন্তোষ সরকার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীমতী শান্তি সিংহ, শ্রীমতী রেখা সিংহ, শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র, শ্রীদেবীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রী এস, পাল, শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সিংহ, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, শ্রীঅজিত বসু [অরোরা ষ্টুডিও], শ্রীজগমোহন ডালমিয়া, শ্রীকানাই নান [রঙনীত টী এষ্টেট], পি, সি, বোস [ফ্লাওয়ার এম্পোরিয়াম], ভারতমাতা ষ্টোর্স, কলিকাতা পুলিশ, দিলীপ জর্দ্দা, শ্রীঅশোক ব্যানার্জী, এলায়েড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী, অলিম্পিক সাইকেল মার্ট, সামুর এবং উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কোঅপারেটিভ ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও এ গৃহীত আর বি মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত। কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া হইতে মুদ্রিত ।

—চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ পরিবেশিত—

কাহিনী

বড় ছেলে অজয়, ছোট অরুণ। মৃত্যুকালে রাণীমা শুধু অরুণের দায়িত্বই অজয়ের হাতে দিয়ে যাননি, বধূ-সূত্রে পাওয়া 'মণিহার' বংশের প্রথম বৌকে আশীর্ব্বাদী স্বরূপ দিয়ে যান।

দেনাগ্রস্ত এষ্টেট তার ওপর ডাক্তারীর ছাত্র অরুণকে মাসোহারা বৃদ্ধির ভার সামলাতে না পেরে টাকা ধার করে অজয় কলকাতায় ব্যবসা করতে আসে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হওয়ায় পুঁজি ফুরিয়ে যায়।

ভাগ্যক্রমে অজয় 'কুমার চৌধুরী' নামে গানের জগতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই সূত্রে মধুকর মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তার অর্থ-উপার্জ্জনের পথও সুগম হয়।

বিপি রায়ের মেয়ে বন্দনা কুমার চৌধুরীর কাছে গান শিখতে সুরু করে। এদিকে দার্জ্জিলেং-এ শিক্ষা-ভ্রমণে এসে বন্দনার সঙ্গে অরুণের পরিচয় ক্রমশঃ অন্তরঙ্গতায় এসে দাঁড়ায়।

বন্দনার কাকা এস, বি, রায় অরুণের বন্ধু রজতেশকে বন্দনার ভাবী স্বামী রূপে পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু বি-পির পছন্দ ছিল অরুণকে আর বন্দনার মা স্পষ্ট বুঝেছিলেন কুমারের একটা গভীর আকর্ষণ আছে বন্দনার প্রতি।

কুমারের উৎসাহে বন্দনা লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীতরত্ন উপাধি পরীক্ষায় যাওয়ার ঠিক করে। লক্ষ্ণৌ যাত্রার সময় বাড়ীর কেউই তার সঙ্গে যেতে পারল না। বন্দনা বলল, কুমারজী তার সঙ্গে যাবেন। কিন্তু কুমারজী অর্থাৎ অজয়েরও

যাওয়ায় বাধা পড়ল। বিশেষ কারণে তাকে দেশে চলে যেতে হ'ল। অগত্যা বন্দনা অরুণের শরণাপন্ন হ'ল।

লক্ষ্ণৌয়ে বন্দনা সঙ্গীত পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করল। সেইখানেই দু'টি হৃদয় ভবিষ্যৎ মিলনের প্রতিশ্রুতি দিল।

বন্দনার সাফল্যে খুশী হ'লেন বি-পি। আর অজয় অর্থাৎ কুমারজী তাঁর ছাত্রীর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে উপহার স্বরূপ পরিয়ে দিয়ে গেল তার মায়ের দেওয়া মণিহার।

অরুণের সঙ্গে বন্দনার বিবাহের প্রস্তাবে প্রতিবন্ধক হ'লেন তার কাকা এস-বি। তাঁদের সঙ্গে অরুণের আর্থিক সমকক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি তাকে প্রায় অপমানই করলেন। সেই জ্বালায় অরুণ ছুটে এল দেশে, নায়েবের কাছে হিসেব চাইল তার অংশের। মনান্তর হয়ে গেল ভাইয়ে-ভাইয়ে। ছ'মাসের মধ্যে অজয় অরুণের প্রাপ্য অংশ মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

দেশে-বিদেশে গান গেয়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে বেরিয়ে পড়ল অজয় এবং ছ'মাসের মধ্যে তার ভাইকেদেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে সক্ষম হ'ল। অরুণের সঙ্গে বন্দনার বিবাহের প্রধান বাধা এস-বিও এবার অরুণকে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু বন্দনার গলায় একদিন তার অতিচেনা 'মণিহার' দেখে অরুণ বিচলিত হয়ে উঠল।

অরুণ, বন্দনা, তার মা, বি-পি ও এস-বি জানেনা যে কুমার চৌধুরীই হ'ল অরুণের দাদা অজয়। আর অজয় জানেনা তার ভাই অরুণের সঙ্গে বন্দনার মন দেয়া-নেয়ার কথা।

ফলে 'মণিহার' নিয়ে যে ভুলবোঝাবুঝি গড়ে উঠল তার নাটকীয় পরিণতিতে এই কাহিনীর শেষ।

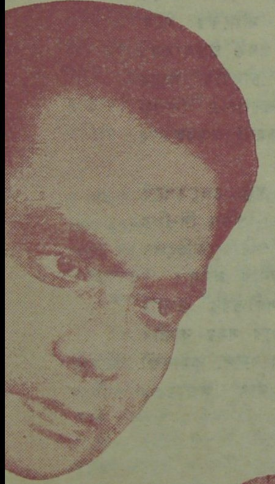

সঙ্গীত

(১)

পিয়া বিন্ নিশ্‌দিন রোঁউ সহেলী
মনকী পহেলী সব্ জগ্ বুঝে
কিস্‌কো বুঝাউ তন্‌কী পহেলী।
কাজরা কো তরসে কারে নয়না।
মেহেঙ্গী কো তরসে কার হথেলী।
পিক বুলাউ চুচন্ যাউঁ
ক্যায়সে বিতাউঁ রয়ন এ্যাকেলী।

(২)

আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন
ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরেছে
তোমাকে আমার মনে পড়েছে।
আলোর তরীটি বেয়ে দিন চলে যায়
আঁধারের মন জ্বলে তারায় তারায়
আমার এ মন কেন শুধু আকুলায়
বরষণ যেন কোথা হয়েছে।
দিও নাকো কোন কিছু দিও না আমায়
সব কিছু পাওয়া হবে পেলে গো তোমায়
চোখের জলেতে বেয়ে সুখ এল তাই
আজ মন মোহানায় মিশেছে।

(৩)

আমি হতে পারিনি আকাশ
তুমি দিনশেষে আলোর আবেশ নিয়ে চাঁদ হলে।
বনছায়ে দুলেছিল ফুল
পরাগের রাঙা রাগে ভরেছিল মন
মধুকর এসেছিল নিয়ে মধুমন
আজ শুধু আসেনি বাতাস।
তুমি দুলে দুলে রঙের পরশ নিয়ে ফুল হলে
আমি হতে পারিনি বাতাস।
ফুল বলে আমি আজ সুরভি দিলাম
পাখি বলে আমি আজ গান গেয়ে যাই
মন বলে রঙে রাগে ভরে দিতে চাই
যদি শুধু আসে গো বাতাস,
আজ অনুরাগে মনের কথাটি ফুটে ফুল হল।
আমি হতে পারিনি বাতাস।

(৪)

নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা
বুঝি বা পথ ভুলে যায়
কুলায় যেতে যেতে কি যেন কাকলী
আমারে দিয়ে যেতে চায়।
দূর পাহাড়ের উদাস মেঘের দেশে
ওই গোধূলির রঙিন সোহাগ মেশে
বনের মর্মরে বাতাস চুপি চুপি
কী বাঁশী ফেলে রাখে হায়।
কোন অপরূপ অরূপ রূপের রাগে
সুর হয়ে রয় আমার গানের আগে
স্বপন কথাকলি ফোটে কি ফোটে না
সুরভি তবু আঁখিছায়

(৫)

দূরে থেকো না আর
আরো কাছে এসো
পরশ করে দেখ আমায়
রোমাঞ্চ জাগে কি।
মনে কর কাছাকাছি
তুমি আছ আমি আছি
ফুলে ফুলে মৌমাছি তোলে তান
মনে মনে জানাজানি
কানে কানে কানাকানি
আর কিছু অনুরাগ অভিমান
ভেবে দেখ না এত ভালবাসা
এমন করে কভু কোথাও পেয়েছিলে আগে কি ?

(৬)

কে যেনা গো ডেকেছে আমায়
মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়।
মরমীয়া—কেন—
লাগে না যে ভাল লাগে না
ফাগুন কেন ভাল লাগে না
ফাগুন আগুন লাগে
মন কোন কাজে লাগে না
কি করিতে কি যে হয়ে যায়।
দরদী—বল—
সে কি এলো সে কি এলো না
এলো না কেন বোঝে না যে মন
মন যদি বোঝে তবু
এ নয়ন কেন বোঝে না
পথ পানে চেয়ে দিন যায়।

*কলম্বিয়া রেকর্ডে এই গানগুলি শুনুন।

(৭)

বঁধুয়া কেন গেল পরবাসে
বল বঁধুয়া
গরজে বরষে মানে না যে
তরসে হিয়া
মিছে এই ফুলসাজ
ভুল সবই ভুল
দেবো না তো কবরীতে
মালতী বকুল
কি হবে কলস ভরে গিয়ে যমুনায়
বলে দে বলে দে সখী ওকে
যেন আসে না।
কার অভিসারে বল
কার পথ চাই
কুল ভেঙে বারে বারে
কার পানে যাই
জানে বাঁশী বাজাতেই মন বোঝে না।

(৮)

সব কথা বলা হল
বাকী রয়ে গেল শুধু বলিতে
যে কথা মনের কথা
কতবার থেমে গেছি বলিতে।
সব পথ শেষ হল
আর বাকি নাই পথ চলিতে
তোমার আঙিনাটুকু পার হতে থেমে গেছি
কতবার চলিতে।
সব পাখী গান গায়
সব পাখি দিন শেষে ফেরে গো কুলায়
উড়ে মরে সারাদিন আকাশে আকাশে
আমার মনের পাখি কোনদিন ফিরে না খাঁচায়।
যারে চাই সে-ও নাই
আমার মনের আজ কোন খোঁজ নাই
ফিরিবে না কোনদিন ডেকো না ডেকো না
নতুন আকাশ পেয়ে আজ বুঝি ভুলেছে আমায়
সব কথা বোঝা গেল
এইটুকু পারি না তো বুঝিতে
অবুঝ মনের পিছে এ জীবন গেল কি যে
খুঁজিতে খুঁজিতে খুঁজিতে।

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

সুনীল বসুমল্লিক প্রযোজিত এমকেজির

উত্তরপুরুষ

সন্ধ্যা·বসন্ত·অনুপ·বিকাশ·রবি ঘোষ অভিনীত

উত্তম·সুপ্রিয়া অভিনীত·শ্রীলোকনাথ চিত্রমের

কাল তুমি আলেয়া

পরিচালনা·শচীন মুখার্জী·কাহিনী·আশুতোষ মুখার্জী

এস.এম.ফিল্মসের নিবেদন· কাহিনী সমরেশ বসু

বাঘিনী

পরিচালনা·বিজয় বসু· সঙ্গীত·হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দিলীপকুমার·পূর্ণেন্দর·প্রণতি·বিকাশ·অভিনীত

জরাসন্ধের

ফাঁড়ি

পরিচালনা·জগন্নাথ চ্যাটার্জী·সঙ্গীত·সলিল চৌধুরী